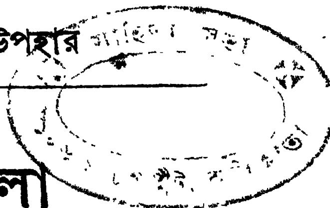
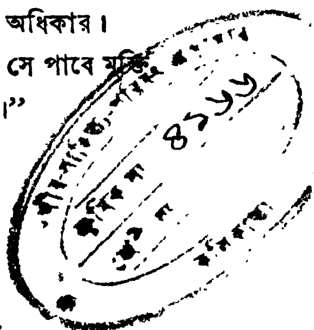
মাঘোৎসবের উপহার



ভক্তিলীলা

আধ্যাত্মিক উপন্যাস।

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি,
নাহি জাত বিচার।"



CALCUTTA.

PRINTED AND PUBLISHED BY SANYAL AND CO.

AT THE BHARATMIHIR PRESS.

46 PANCHANANTALA LANE.

৫ই মাঘ, ১২৯৫ সন।

মূল্য চারি আনা।

নিবেদন।

(মায়ের নিকট শিশুর আব্দার ।)

১

তুমি না আমার মা ?
তবে কেন মা মা বলে, ডাকিতেছি দিবা নিশি,
অভাগা তনয় বলে, মার প্রাণে দয়া নাই !
আঁধার এ মরুভূমে. তৃষায় পরাণ ফাটে,
চরণ চলেনা মাগো, প্রাণ করে যাই যাই !
কারো কথা শুনি না,
কারো মুখ দেখি না,
ভয়ে দুঃখে কাঁপে প্রাণ,
তুমি না আমার মা ?

২

মায়াময়ি ! লীলাময়ি ! তব লীলা অসীমা !
সকলি তোমার ইচ্ছা, সবই তব মহিমা !
শিশুর পুতুল খেলা, মা তোর ভবের মেলা,
সাজাও, নাচাও কত, তিলেকে ভাঙ্গিয়া দাও ;

কীট সম নীচ আমি, আমায় নাচায়ে তুমি,
বল মা, বিশ্বজননি ! মনে কিবা সুখ পাও ?
কিছু কিছু বুঝি মা,
পুন যেন বুঝি না !
এই কি নিয়তি মোর ?
তুমি না আমার মা ?

৩

মাঝে মাঝে দেখা যায় আলোকের রেখা,
মনে লয় মা আমায় দিবে বুঝি দেখা !
জেগে উঠে প্রাণ-পাখী, মা মা বলে কত ডাকি,
দেখিতে দেখিতে মোহ-কুহেলিকা-আঁধারে
ঢেকে যায় চিদাকাশ, সকলি বিফল আশ,
কোথা ঊষা, কোথা আলো ? প্রাণ কাঁদে কাতরে !
পূরিল না বাসনা,
শুধু পাই যাতনা।
এই কি তোমার বিধি ?
তুমি না আমার মা ?

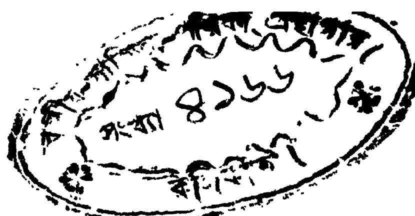
৪

কর্ম্মপাশে বেঁধে মোরে কত দিন কাঁদা'বে ?
অবোধ শিশুর মত কত আর হাসা'বে ?
মায়া-জলে রাঙ্গাফুল, দেখে হয় প্রাণাকুল,

হিয়ায় ধরিব বলে, ধাই বাহু পশারিয়ে,
মোর পানে হেসে হেসে, কুল যায় ভেসে ভেসে,
ধূলায় পড়িয়া কাঁদি, তোর প্রাণে দয়া নাই ?
কর্ম্ম-জাল ছিঁড়িল না,
পিয়াসা তো মিটিলনা,
কোথা গিয়ে যুড়াইব ?
তুমি না আমার মা ?

৫

কেন মা, পুতুল দিয়ে ভুলাইতে চাও ?
কেন মা, অবোধ বলে ফাঁকি দিয়ে যাও ?
নাই মা চরিত্রে শুদ্ধি, হৃদয়ে নাই মা ভক্তি,
কর্ম্মজালে সদা বাঁধা, হীনমতি আমি,
তাই বলে দয়াময়ি ! যাবে কোথা দিয়ে ফাঁকি ?
কুসন্তান বলে আমি, কুমাতা কি তুমি ?
কেঁদে কেঁদে মরি মা,
কোলে তুলে লও না !
মুছে দাও আঁখি-জল,
তুমি না আমার মা ?



ভক্তি-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশ্বাসো ধর্ম্মবীজং হি ধর্ম্মঃসত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রার্থনা সাধনা-মূলং ভক্তির্হি পরমাগতিঃ॥

সুন্দর তটশালিনী জীবন-নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে! নদীর বিশালবক্ষ কোথাও স্থির—প্রশান্ত, কোথাও বা তরঙ্গ-সঙ্কুল—আবর্ত্তময়। জলস্রোতঃ অবিরাম গতিতে ধাবিত হই-তেছে—কখনও নীরবে, কখনও গভীর গর্জ্জনে দ্রুতবেগে অন-ন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে! জীবন-নদীর জল, কোথাও পঙ্কিল, কোথাও নির্ম্মল; কোথাও কৃষ্ণ কোথাও শুভ্র! এমন বিচিত্র-তোয়ানদী এ সংসারে আর নাই।

এই বিচিত্রা নদীর সুন্দর পুলিনে দেখ, কি মনোহর নগর শোভা পাইতেছে! নগরের যেমন অপূর্ব্ব শোভা, তেমনি বিচিত্র ভাব! পৃথিবীর নগরের সঙ্গে উহার তুলনা হয় না। মানুষের অস্ফুট ভাষায় উহার বর্ণনা হয় না। চর্ম্ম-চক্ষুতে উহার

শোভা প্রকাশ পায় না! মনশ্চক্ষু উন্মীলন কর, সে শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে—নবনব ভাব-রসে প্রাণ প্লাবিত হইবে।

ঐ সুন্দর হৃদয়-নগরে কত লোক বাস করে, দিবানিশি কত ঘটনা ঘটে, কত প্রকার শিল্প-বাণিজ্য—কত প্রকার ক্রয় বিক্রয় সর্ব্বদা চলিয়া থাকে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কত সাধুতার জয় হইতেছে, কত প্রকার পাপের অত্যাচার ঘটিতেছে, কেইবা তাহার ইতিহাস লিখিতে পারে? পৃথিবীর দৃশ্যমান্ ক্ষুদ্র নগরের বর্ণনা করিতে গেলে প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়, আর এই অনন্ত বিশাল নগরের সম্যক্ বর্ণনা লিখিলে, কত বড় প্রকাণ্ড ব্যাপার হয়! সে কাহিনী লিখিবার শক্তি আমার নাই।

এখন, এই হৃদয়-নগরে একদা যে একটী মনোহর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাই তোমাদিগকে বলিব। সেই সুন্দর উপাখ্যানটী এই আনন্দের দিনে ভাই ভগ্নীদিগকে উপহার দিব। আমার ছোট ছোট ভাই বোন্‌গুলি গল্প বড় ভালবাসেন; বহুদিন বিদেশে ঘুরে ঘুরে আজ ঘরের ছেলে ঘরে এসেছি, এস আমার ভাই বোন্ এস, তোমাদের নিকট একটী সুন্দর গল্প বলি।

সেই সুন্দর নগরের কথা বলিতেছিলাম। সে নগরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করে। পরিবারের মধ্যে কেবল স্বামী আর স্ত্রী; দুই জনে বড় ভাব। নগরের লোকে এই পরিবারটীকে বড় ভাল বাসে। সকলে ইহাকে প্রেম-পরিবার বলে।

চারিদিকে ফুলের বাগান, মধ্যে একখানি সুন্দর ঘর; বাগানে প্রতিদিন ফুল ফোটে, গৃহ-লক্ষ্মী সতীদেবী ডালা ভরিয়া সেই ফুল তুলিয়া আনেন, আর আপনার স্বামী বিশ্বাসের সহিত

মিলিয়া সেই ফুলে বিশ্বেশ্বরের চরণ পূজা করেন। বিশ্বাস আবার সেই পূজার নির্ম্মাল্য ফুল দিয়া সতী দেবীকে সাজাইয়া দেন। সতী দেবী স্বামীর সোহাগে গলিয়া—প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া মধুর কণ্ঠে মধুময় হরিনাম গাহিতে থাকেন! সে গীতে আকাশ প্লাবিত হয়, হৃদয়-নগর টলমল করিতে থাকে; আর জীবন নদীর জল কুলুকুলু ধ্বনিতে মধুরে মধুর মিশাইয়া আরও বেগে অনন্তের দিকে ছুটিতে থাকে।

এইরূপে কিছু দিন যায়। এক দিন সতী দেবী বাগানে বসিয়া ফুল তুলিতেছেন—গোলাপ, যূঁই, চামেলী, বেলী, নানা জাতি ফুল তুলিয়া ডালা ভরিতেছেন, আর হরিপ্রেমে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে। তখন অতি মধুর কণ্ঠে অতি মধুর ভাবে সতী দেবী গাহিতে লাগিলেন—

(ঝিঁঝিট—একতালা)

এস এস প্রাণ সখা, এস আমার হৃদ্‌কমলে।
হৃদয়ে বসায়ে তোমায়, দেখবো ওরূপ প্রাণ ভরে।
বকুল মালতী ফুলে, পূজে তোমায় ভক্ত-দলে,
আমি দিব প্রেম-বকুল, ভকতি-মালতী ঢেলে।
গোলাপ যূঁই চামেলী বেলী, দেখে তোমায় নয়ন খুলি,
আমায় কি দিবে না দেখা, ফুলের মত হইনি বলে!
বকুল শেফালি ঝরে, পড়ে তোমার পদতলে,
আমিও পড়িনু সখা, ধর ধর অধম বলে।

এমন সময় বিশ্বাস সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সতীর মনে মহা ভাবাবেশ সঞ্চারিত হইল।

তখন সতীর প্রাণে একটী নূতন কামনা জন্মিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এত দিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে, তাঁহার শূন্য ঘর পূর্ণ হইবে, তাঁহাদের নিষ্ফল জীবন এত দিনে সফল হইবে।

একদিন সতীদেবী হাসিতে হাসিতে আসিয়া এই আনন্দের সংবাদ বিশ্বাসের নিকট প্রকাশ করিলেন। সন্তানের মুখ দেখিবেন ভাবিয়া বিশ্বাসের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না! সতীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ আরও বাড়িয়া চলিল; প্রতিদিন গৃহে নূতন নূতন মঙ্গলাচার ও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

যত দিন যায়, ততই সতীর মনে নানা চিন্তার উদয় হয়; কিরূপে সন্তানের মুখচন্দ্র দেখিয়া সুখী হইবেন, সেই ভাবনায় প্রাণ ব্যাকুল হয়। এক দিন বড় চিন্তাকুল মনে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী সরলা যুবতী হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। "সতি, আমার নাম প্রার্থনা; আমার সাহায্য ভিন্ন তুমি সুপ্রসবা হইতে পারিবে না, তাই যিনি তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন, তিনি আমায় তোমার নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার আজ্ঞায় আমি তোমার পরিচর্য্যা করিব। তোমার যখন যাহা চাই, আমায় বলিও; আমি থাকিতে তোমার কোন চিন্তা নাই।" সতী এই সরলা যুবতীর মধুর কথা শুনিয়া, তাঁহার মুখের লাবণ্য ও করুণা দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আপনার সহচরী করিয়া লইলেন। প্রার্থনাও তিলার্দ্ধ সতীর সঙ্গ ছাড়া হইলেন না।

যথা সময়ে সতীদেবী এক দিব্য-লাবণ্য-সম্পন্না কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার রূপে গৃহ আলোকিত হইল, সূতিকাগারে যেন বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল! প্রতিবেশী নরনারীগণ সতীর

ঘরে আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। নগরের অতি প্রাচীন লোকেরাও বলিতে লাগিল, এমন রূপ—এমন শোভা সে দেশে কেহ কথনও দেখে নাই।

কন্যার শুভ লক্ষণ দেখিয়া আর আপনাদের চিরমনোরথ পূর্ণ হইল ভাবিয়া পিতা মাতা, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত মিলিয়া কন্যার নাম রাখিলেন—ভক্তি!

ঐ নগর বাসীপুণ্যকর্ম্মা ও সাধুশীল প্রভৃতি পুরুষগণ আর সরলতা ও দয়া প্রভৃতি কন্যাগণ, ভক্তির দেহ-শোভা ও মুখ-লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা আর সতী দেবীর গৃহ ছাড়িয়া তিলার্দ্ধও অন্যত্র থাকিতে পারেন না। ভক্তি সকলেরই কণ্ঠের মালা হইল। তাহার মুখের স্নিগ্ধ ভাবে দুঃখী তাপীর প্রাণ শীতল হইল, চিরব্যথিতের মর্ম্ম ব্যথা দূর হইল। হৃদয়-নগর আনন্দনগর হইয়া উঠিল। মাতার স্নেহে, পিতার অনুরাগে আর প্রতিবেশী সাধু সাধ্বী নরনারীরসহবাস-গুণে আমাদের ভক্তি দিন দিন শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এইরূপে সতীত্ব ও বিশ্বাসের সম্মিলনে সরল প্রার্থনা-যোগে ভক্তির জন্ম হইল; আর সাধু-সংসর্গে সেই ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তার পর কি হইল? দাঁড়াও বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধোদ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম।
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

ভক্তির দেহে নবযৌবনের সঞ্চার হইল। প্রাণে স্ফূর্ত্তি, হৃদয়ে আবেগ, চরিত্রে মাধুর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল। সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্যে আর পিতা মাতার স্নেহ যত্নে সে দিনের ভক্তি আজ যেন প্রগল্‌ভা যুবতী হইয়াছে—আর সে বালিকাভাব নাই; আর সে ক্রীড়াশক্তি নাই, আর সে খল খল হাসি নাই, ঢল ঢল মুখ-শোভা নাই, চঞ্চল চাহনি নাই! দৃষ্টি স্থির, হাসি মৃদু, মুখচ্ছবি গম্ভীর! আমাদের ভক্তির দেহে নব-যৌবনের সঞ্চার হইল।

সতীদেবী দেখিলেন, ভক্তিকে আর ঘরে রাখা ভাল নয়। পতির নিকট যাইয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, দেখ, ভক্তিকে আর ঘরে রাখা যায় না; এখনতো আর সে বালিকা রয়,নাই; বিধির কৃপায় বাছা আমার যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন দেখে শুনে সৎপাত্রের হাতে দিতে পারিলেই প্রাণের আশা পূর্ণ হয়! আর বিলম্ব করাটা কিছু নয়; তুমি পাত্রের অন্বেষণ কর।

বিশ্বাস বলিলেন, আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। এ রত্ন কাহাকে দিব? এ পারিজাত কাহার গলে শোভা পাইবে? এমন সুন্দর কে আছে, যাহার সৌন্দর্য্যে এ লাবণ্য মিশিয়া

আমাদের প্রাণ মন হরণ করিবে? হায়! সে মনোমোহন কোথায়? তিনি কি দয়া করিয়া নিজ গুণে আসিয়া আমার প্রাণের ভক্তিকে গ্রহণ করিবেন? তিনি করুণা না করিলে আমি তাঁহাকে কোথায় পাইব?

সতী সজল-নয়নে কহিলেন, তবে এস তাঁহাকেই ডাকি! যিনি সুন্দর তাঁহাকেই ডাকি! যিনি জগজ্জন মনোমোহন, সকল সৌন্দর্য্যের সার, সকলের প্রাণ-পতি, আর সকলেরই পরমগতি, এস আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকেই ডাকি! আমাদের ক্ষীণকণ্ঠ কি তিনি শুনিবেন না? এ ডাক কি তাঁহার চরণে পোঁছিবে না? তিনি কি আমার প্রাণ-সর্ব্বস্ব ভক্তিকে চরণে স্থান দিবেন না?

বলিতে বলিতে সতীর প্রাণ আকুল হইল, বিশ্বাসের মুখে অভিনব তেজঃ জ্বলিয়া উঠিল! তখন সেখানে এক অপরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইল। সতীর আকুল প্রার্থনায়, আর বিশ্বাসের প্রাণের আকর্ষণে শ্রীহরির পুণ্য-সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল! দেখিতে দেখিতে চিদাকাশ রক্তিমচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল, সচ্চিদানন্দ শ্রীহরির জ্বলন্ত আবির্ভাবে বিশ্বসংসার হাসিয়া উঠিল; আর চরাচর মন্ত্রমুগ্ধবৎ সে অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিল! হৃদয়-নগর সৌন্দর্য্যে টলমল করিতে লাগিল! সতী ও বিশ্বাস, আনন্দ ও বিস্ময়ে পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিস্পন্দ-নয়নে সেই অরূপীর রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন।

সেই যোগিজনদুর্ল্লভ সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি স্বয়ং হৃদয়-নগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া নগরবাসীগণ দলে দলে সতীর গৃহে আসিতে লাগিল। নগরের বিশ্বাসী ভক্তগণ বাহু তুলিয়া

নৃত্য করিতে করিতে সেই প্রেম-পরিবারের প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিলেন! নদীয়ায় যেমন ভক্তাবতার চৈতন্যদেবকে দেখিবার জন্য নরনারী উন্মত্ত হইয়া শচীর গৃহে ছুটিয়া যাইত, আজ প্রাণ-নদীয়ায় সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দের দর্শনার্থ, তেমনি দলে দলে লোক সতীর ঘরে ছুটিয়া আসিতে লাগিল! যাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভক্ত-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।"

আজি সেই ভুবন-মোহন-রূপ দেখিবার জন্য নগরের বিশ্বাসী ভক্তগণ, দুঃখীতাপী নরনারীগণ আকুল হইয়া সতীর ঘরে ছুটিয়া আসিল!

এদিকে ভক্তির প্রিয়সখী প্রজ্ঞা হাসিতে হাসিতে ভক্তির হাত ধরিয়া তাঁহাকে শ্রীহরির চরণ সমীপে উপস্থিত করিল! ভক্তি সেই দেবজন-বাঞ্ছিত প্রাণ-পতির মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জা, প্রেম ও হর্ষে সংজ্ঞা-হীনা হইলেন! শুভযোগে চারি চক্ষু মিলিত হইল,—চতুর্দ্দিক্ জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল! সতী ও বিশ্বাস প্রেম-কম্পিত-হস্তে ভক্তির হস্ত ধরিয়া শ্রীহরি-চরণে সমর্পণ করিলেন! তাঁহাদের জন্ম সফল ও কুল পবিত্র হইল; তাঁহাদের জননী কৃতার্থা ও বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইলেন।

মহামহোৎসবে বিশ্বপতি শ্রীহরির সঙ্গে ভক্তির শুভপরিণয় সম্পন্ন হইল! তখন নগরবাসী সাধু সাধ্বী নরনারীগণ মহানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিগুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভক্তের হুঙ্কার

ধ্বনিতে নগর কম্পিত হইল; সুমধুর হরিধ্বনিতে চিদাকাশ প্লাবিত হইল! আহা, আজ সতীর গৃহে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল!

হরিপদে ভক্তি প্রদান করিলে জীবের যে গতি লাভ হয়, আমাদের সতী ও বিশ্বাসের সেই পরমাগতি লাভ হইল!

এদিকে নিগূঢ়-প্রীতি নামে একটী সুন্দরী সহচরী ভক্তিকে লইয়া পতি-গৃহে উপনীত করিল! সে ঘরে আর কাহারও যাইবার অধিকার রহিল না। সেই বাসর-গৃহকে হৃদয়-নগরের লোকেরা ধ্যানের ঘর বলে। সেখানে কি হইল, তাহা তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই; সে ঘরের কথা অন্যের নিকট বলিতে নাই। তোমাদের যখন সেই বাসর ঘরে সেই প্রাণেশ্বরের সহবাস লাভ হইবে, তখনই তোমরা তথাকার সকল কথা জানিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদেরও শীঘ্র সেই প্রাণেশ্বরের সহবাস লাভ হউক্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি।"

প্রজ্ঞার নাম বলিয়াছি, এখনও তাহার পরিচয় দেই নাই। হৃদয়-নগরে মন নামে একটী প্রাচীন লোক বাস করে, প্রজ্ঞা তাহারই মানস-কন্যা। প্রজ্ঞা বড় বুদ্ধিমতী; সে লোকের দোষ গুণ অতি সহজেই বুঝিতে পারে। ভক্তির গুণে সে বশী-ভূত হইল। ভক্তিও আপনার স্বভাব-গুণে তাহাকে তেমনি ভাল বাসিত। দুজনে বড়ই ভাব, কেহ কাহারও কাছ ছাড়া হয় না। ভক্তি প্রজ্ঞার কাছে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করে না। বিবাহের পর পতিমুখে প্রজ্ঞার অতুল গুণের ব্যাখ্যা শুনিয়া ভক্তি তাহার প্রতি আরও অনুরক্তা হইল।

এইরূপে অতি সুখে দিন কাটিতে লাগিল। প্রজ্ঞা ভক্তিকে পতি-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিল; বলিল, দেখ ভক্তি, তোমার প্রাণেশ্বর অতি সাধনের ধন; এ দেব-দুর্ল্লভ ধন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। দেখো, যেন অযত্নে এধনে বঞ্চিত না হও। তুমি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

প্রজ্ঞার উপদেশ নিস্ফল হইল না। ভক্তি অতুল নিষ্ঠার সহিত পতি-সেবা করিতে লাগিল। স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাহার জীবনের ব্রত হইল। সে নিত্য নব-জাত প্রেম-পুষ্পে পুণ্যময়ের চরণ পূজা করিতে লাগিল।

হরি-প্রেমে ভক্তি ডুবিল, ভক্তিতে শ্রীহরি বাঁধা পড়িলেন। সত্য সত্যই "তাহার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, আনন্দ-লহরী তাহে উঠে বারংবার; মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার!"

নগর মধ্যে ভক্তির বড় সুখ্যাতি হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, এমন পতি-সেবা এ নগরে কেহ কখনও করে নাই। আহা, এমন মেয়ে যাহার গর্ব্ভে জন্মিয়াছে, সেই ধন্য!

লোকের মুখে প্রশংসা শুনিয়া ভক্তি লজ্জায় মস্তক নত করিয়া থাকে; আর মনে মনে ভাবে, কই, আমার তো এমন কোন গুণ দেখিতে পাই না! তবে যাঁর গুণে জগৎ পূর্ণ, এ প্রশংসা তাঁহারই, তবে তিনিই ধন্য! হায়, কে বলিল, আমার প্রাণেশ্বর নির্গুণ? এত গুণ আর কাহার? তবে বুঝি তাঁহার গুণের অন্ত না পাইয়াই বেদ বেদান্ত তাঁহাকে নির্গুণ বলেছে! ধন্য গুণময়, তুমিই ধন্য!

নিয়তির মর্ম্ম বুঝা ভার। বিধাতার সৃষ্টি এক অদ্ভুত প্রহেলিকা; মানব-কীট সে প্রহেলিকার ভিতরে কিরূপে প্রবেশ করিবে? যে বিধি কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক ও মৃণালে কণ্টক দিয়াছেন; তিনিই রূপে মোহ, প্রণয়ে বিচ্ছেদ ও সুখে দুঃখ দিয়াছেন। হায়! কেন এমন হইল? কেন এমন হইল, বলিতে পারি না; কিন্তু যাহা হইল, তাহাই বলিতেছি।

হৃদয়-নগরে যেমন অনেক সুজনের বাস, তেমনি অনেক দুর্জ্জনেরও বাস। ঐ নগরে আত্মম্ভরি নামে এক অতি দুর্জ্জন বাস করে। সে জন্মান্ধ, কখনও অন্যের গুণ দেখিতে পায় না। অহঙ্কার ও ক্রোধ নামে তাহার দুটি পুত্র আছে। উভয়েই

পিতার যোগ্য পুত্র বটে। তাহাদের গুণের কথা আর কি বলিব? বোধ হয়, তোমাদের অনেকের সঙ্গেই তাহাদের পরিচয় আছে; সুতরাং আমার বলা বাহুল্য মাত্র।

লোকের মুখে ভক্তির প্রশংসা শুনিয়া আত্মম্ভরির শরীর জ্বলিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া অহংকারকে ডাকিয়া বলিল, "বাপু, তুমি এই ভক্তি মেয়েটার দর্প চূর্ণ কর দেখি! তোমার জননী ঈর্ষা আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছে। আর যাহাতে লোকের মুখে ভক্তির প্রশংসা শুনিয়া আমাদের ক্লেশ না হয়, তুমি তাহাই কর।" অহঙ্কার "যে-আজ্ঞা" বলিয়া পিতার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন ভক্তি একাকিনী বসিয়া, আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া জীবনের নানা কথা ভাবিতেছে, এমন সময় অহঙ্কার অতি সুজনের বেশে ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল। ভক্তি তাহাকে দেখিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "তুমি এখানে কেন? শীঘ্র দূর হও, নতুবা প্রজ্ঞা এসে তোমাকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিবে।"

অহঙ্কার হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি বুঝি মনে কর, প্রজ্ঞার বড় বুদ্ধি? ছি! তোমার ন্যায় সুবোধ মেয়েও যদি ঐরূপ একটা ধূর্ত্তার বশীভূত হয়, সে বড় দুঃখের কথা। দেখ, প্রজ্ঞা তোমাকে দাসীর মত করে রেখেছে। তোমার যে কত গুণ, কত রূপ, সে তা তোমাকে বুঝ্‌তেই দেয় না। তুমি ভাব, তার গুণেই তুমি পতি সেবা শিখেছ, সেটা কিন্তু তোমার বড়ই ভুল; তোমার মত গুণবতী কন্যার গুণে কে না বাধ্য হয়?"

এই চাটু-বাক্য শুনিয়া ভক্তির মনে কেমন একটা ভাবান্তর

উপস্থিত হইল। আপনাকে খুব বড় বোধ হইতে লাগিল; আর প্রজ্ঞার সম্বন্ধেও মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল! কিন্তু তথাপি অহঙ্কারকে সেখানে বসিতে দিতে পারিল না; তাড়াতাড়ি তাহাকে বিদায় করিয়া স্বামীর নিকট উঠিয়া গেল।

ভক্তি ঘরে যাইয়া দেখে, শ্রীহরির প্রসন্ন-মুখ আর তেমন উজ্জ্বল দেখায় না। তাঁহার কাছে বসিলে প্রাণ আর তেমন খোলে না; ভক্তির প্রাণ কেমন করিতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় সে দিনও পতিসেবা করিল বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর হইতে যেন কেমন একটা দুঃখের আঁধার উঠিতে লাগিল। পতির প্রসন্ন-মুখ দেখিয়া, আর সেই শ্রীমুখের মধুর বাণী শুনিয়া ভক্তির প্রাণে যে অতুল আনন্দ হইত, আজ তো আর তাহা হইল না! হায়, সে অমৃতে কে গরল মিশাইল?

ভক্তি অস্থির হইয়া প্রজ্ঞার নিকট গেল। প্রজ্ঞার গলা ধরিয়া অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রু-জলে প্রজ্ঞার দেহ সিক্ত হইল। প্রজ্ঞা তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল, কেন এরূপ হইয়াছে তাহা বার বার জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু ভক্তি কিছুই বলিল না, কেবলই আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রজ্ঞা বলিল, "বোন্, আমি সকলই বুঝ্‌তে পেরেছি। পথে অহঙ্কারকে দেখ্‌তে পেয়েই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। যা হোক, তুমি সাবধান হও, ওর মত দুষ্ট রিপু আর নাই; ওকে আর তোমার গৃহের ত্রিসীমায়ও আস্‌তে দিয়ো না। এ নগরে যত দুর্জ্জন আছে, অহঙ্কার তাদের সকলের চেয়ে ভয়ানক।" ভক্তি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও সেই দুরাত্মাকে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না।

কিন্তু হায়, মানুষের এই প্রতিজ্ঞা বালির বাঁধ! উহা আর কয়দিন টিকিবে? সুবিধা পাইলেই অহঙ্কার ভক্তির বাড়ীতে আসিয়া নানা কথায় তাহার মন ভুলায়; আবার প্রজ্ঞাকে দেখিলেই পালাইয়া যায়। ক্রমে ভক্তি-পাখী দুষ্ট ব্যাধের ফাঁদে ধরা পড়িল; এখন তাহাকে বড়ই আত্মীয় বোধ হইতে লাগিল। তাহার মুখের চাটুবাণী শুনিতে বড় ভাল লাগে! প্রজ্ঞার প্রতিও আর তেমন বিশ্বাস রহিল না। হায়! দুষ্টের মোহে পড়িয়া ভক্তির মত পুণ্যব্রতীরও চিত্ত-বিভ্রম জন্মিল! যে পতি-সেবাই তাহার জীবন, তাহাতেও তাচ্ছিল্য জন্মিল! পতির সংসর্গ আর তেমন ভাল লাগে না; তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিবার জন্য কর্ণ আর তেমন ব্যস্ত হয় না! লোকে তাহাকে কি বলে, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হয়; দর্পণে নিজের মুখের সৌন্দর্য্য দেখিতেই সুখ হয়! হায়! ভক্তি, ক্রুরমতি অহঙ্কারের হাতে পড়িয়া তুমিও ব্যভিচারিণী হইলে! প্রাণেশ্বরের নিকট অবিশ্বাসিনী হইলে!

প্রজ্ঞার আর সহ্য হইল না। সে একদিন ভক্তিকে নির্জ্জনে পাইয়া অনেক তিরস্কার করিল। প্রজ্ঞা বলিল, তুমি শ্রীহরির সেবায় বিমুখ হইয়া নীচাশয় অহঙ্কারের বশীভূত হইয়াছ, তুমি সতীর কন্যা হইয়া ব্যভিচারিণী হইয়াছ! আর আমি তোমার নিকট থাকিতে পারি না, আমাকে এখন বিদায় দাও।

হায়! প্রজ্ঞার তিরস্কারে এখনও ভক্তির চেতনা হইল না। সে উহা বিপরীত বুঝিল! স্ত্রীজাতিকে ব্যভিচারিণী বলা সামান্য কথা নহে; ভক্তি এ কঠোর কথা সহ্য করিতে পারিল না। অহঙ্কারে যাহার আত্ম-জ্ঞান বিনাশ পাইয়াছে, সে এ কঠোর তিরস্কার কিরূপে সহ্য করিবে?

ভক্তি প্রজ্ঞার কথা সহ্য করিতে পারিল না। এমন সময় অহঙ্কার অতি গোপনে তাহার ভ্রাতা ক্রোধকে সঙ্গে করিয়া ভক্তির নিকট আসিল। তখন ভক্তি ঐ দুই জনের বলে আপনাকে সবলা মনে করিয়া, অতি কঠোর কথায় প্রজ্ঞাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। পরিশেষে ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল; ভক্তির আজ্ঞায় অহঙ্কার ও ক্রোধ দুই ভ্রাতায় মিলিয়া চুলে ধরিয়া প্রজ্ঞাকে সেই গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল! প্রজ্ঞা মনস্তাপে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিল। হায়! সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীহরিও ভক্তির গৃহ আঁধার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতিঃ॥"

বাল্যকাল হইতেই ক্রোধের একটী স্বভাব যে, সে কাহারও বাড়ীতে অধিক ক্ষণ থাকে না। প্রজ্ঞাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াই সে তথা হইতে চলিয়া গেল। তখন অহঙ্কারও আর সেখানে রহিল না। তখন ভক্তি একাকিনী শূন্য ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ক্রমে ধীরে ধীরে তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। মনে হইল, যেন ঘোর নেশায় তাহাকে অচেতন করিয়াছিল, ক্রমে নেশা ছুটিয়া যাইতেছে! সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে যেন কি একটা বিষাদমাখা ভাবের উদয় হইতেছে! কি যেন একটা অতি প্রিয় বস্তু হারাইয়া গিয়াছে! কে যেন তাহাকে গভীর কর্দ্দমে ফেলিয়া দিয়াছে! সকল কথা ভাল করিয়া মনে পড়িতেছে না;—অথচ আপনাকে বড়ই অপরাধিনী বলিয়া বোধ হইতেছে! প্রাণে যেন সুখ নাই! কে যেন ডাকিয়া বলিতেছে, "ভক্তি, তুই এক কড়া কাণা কড়ির লোভে অমূল্য মাণিক জলে ফেলে দিলি! ছি!"

সুমতি নামে একটী সুশীলা বালিকা, ভক্তির প্রতিবেশিনী নিবৃত্তির কন্যা। ভক্তিদের বাড়ীতে তাহার সর্ব্বদাই যাওয়া আসা আছে। এখন সে ভক্তির কাছে আসিল। ভক্তিকে যেন কেমন কেমন দেখিয়া বলিল, "বোন্, আজ তুমি এমন কেন? তোমাকে দেখে বোধ হয়, কি একটা গভীর দুঃখ যেন তোমার জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেছে!

ভক্তি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “তা ভাই, কিছুই তো বুঝতে পার্‌ছিনে। প্রাণটা যেন হা হা করে উঠ্‌ছে! আমি যেন জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছি! তোমাকে এ কয়দিন দেখি নাই কেন, ভাই?”

সুমতি—ঐ দুষ্ট ছোঁড়া অহঙ্কারের সহিত তোমার বড় ভাব দেখে, এদিকে বড় আস্‌তে ইচ্ছা হয় নি। এখন করুণা আমায় বলে গেল, “সুমু, তুই একবার ভক্তির কাছে যা ভাই, সে প্রজ্ঞাকে তাড়িয়ে দিয়েছে; প্রজ্ঞা মনের দুঃখে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে।” হেঁলা ভক্তি, তুই এমন কর্ম্ম কেন কর্‌লি? প্রজ্ঞার তো কোন দোষ নাই!

ভক্তি—দোষ নাই, কে বল্‌লে? সে আমায় যেরূপ অপমান করেছে, যেরূপ মর্ম্মঘাতী বাক্য বলেছে, কে তা সহ্য কর্‌তে পারে? তার এতই আস্পর্দ্ধা যে, সে আমায় ব্যভিচারিণী বলে!

সুমতি—তা, কথাটা এমন মন্দই বা বলেছে কি? তবে কথাটা অপ্রিয় বটে, কিন্তু মিথ্যা তো নয়?

ভক্তি—কি বল্‌লি? কথাটা মিথ্যা নয়? আমি মহা-সতীর কন্যা ভক্তি, স্বয়ং পুণ্যাবতার শ্রীহরি আমার প্রাণ-পতি; আর আমি কিনা ব্যভিচারিণী!

সুমতি—তা ভাই, অত সহজে চট কেন? কথাটা এক-বার বিচার করেই দেখ না কেন?

ভক্তি—বিচার আবার কর্‌ব কি?

সুমতি—দেখ বোন্, যে শ্রীহরিকে সর্ব্বস্ব মনে করে, তার নিকট তিনি ভিন্ন সকলই অসার। হরি ছাড়া তুমি অসার হ'তেও অসার! যখন তুমি আপনাকে বড় মনে করেছ,

অহঙ্কারের কথায় ভুলে হরিগুণ শ্রবণ অপেক্ষা অসার আত্ম-প্রশংসা শুন্‌তে ভালবেসেছ, তখনই তুমি বিপথগামিনী হয়েছ! অহঙ্কারের সহিত জীবাত্মার যে সম্মিলন, তাই ব্যভিচার! দেখ ভক্তি, তুমি ভক্তি দিয়ে ভগবানের পূজা করেছ বটে, কিন্তু তাঁকে তো আত্ম-সমর্পণ কর নাই; তুমি তো হরিপ্রেমসাগরে আত্মবিসর্জ্জন কর নাই! কাজেই অহঙ্কার এসে সহজেই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে!

ভক্তি—তোমার একথা ঠিক বলে বোধ হয় না। অহঙ্কারকে তোমরা যত মন্দ লোক ভাব, আমি তো তাকে তেমন দেখ্‌ছিনে। দেখ না কেন, আত্মগৌরব বোধ থাক্‌লে মানুষ পাপ-পথে যেতে লজ্জিত হয়, আর অহঙ্কার মানুষকে সেই আত্মগৌরব বুঝিয়ে দেয়। তবে অহঙ্কার মন্দ হ'ল কিসে?

সুমতি—আমি তোমার সহিত তর্ক কর্‌তে চাই না; যিনি জীবের পরম গুরু, যিনি জ্ঞানদাতা, তিনিই তোমার ঘরে আছেন: একবার তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, সকল সংশয় মিটে যা'বে এখন।

ভক্তি যেন সহসা চমকিয়া উঠিল! পরে ধীরে ধীরে বলিল, "সে তো বেশ কথা; এখনই শ্রীমুখের বাণী শুনে সকল সংশয় ভঞ্জন কর্‌ব।"

ভক্তি তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে যাইয়া দেখে, গৃহ শূন্য পড়িয়া আছে, সেখানে কেহই নাই! তখন ভক্তি ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ছুটিতে লাগিল;—এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিতে লাগিল! গৃহসজ্জা তেমনি পড়িয়া আছে,—কোথাও তাঁহার চিহ্ন নাই!

তখন ভক্তি পাগলিনীর মত হইয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল! ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল! ভক্তি তখন উচ্চৈঃস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। চারিদিক্ খা খা করিতেছে, কোথাও কেহ নাই! ভক্তি নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ যেন তাহার ডাক শুনিল না, কেহ তাহার কথায় সাড়া দিল না!

ভক্তি বিবশা হইয়া ডাকিতে লাগিল। "কোথা হে আমার প্রাণারাম হরি! আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তুমি কোথায়? আমার যে প্রাণ যায়; হরি হে, তোমায় ছাড়িয়া আমি যে এ জীবন ধারণ করিতে পারি না! একবার এস, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, একবার এস! আমার প্রাণ শূন্য, জীবন শূন্য, গৃহ অন্ধকার! কোথায় তুমি? হে আমার জীবনের জীবন, তুমি কোথা? একবার দেখা দাও।" ভক্তির করুণ-ধ্বনি আকাশে মিশিয়া গেল। কেহ যেন সে ডাক শুনিল না,—কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না!

ভক্তি ডাকিতে লাগিল। কত নামে কত কথায় ভক্তি ডাকিতে লাগিল! এক একবার ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেয়, আবার উঠিয়া "ঐ হরি, ঐ হরি! দাড়াও হে দুঃখিনীর সখা, একবার দাঁড়াও!"—বলিয়া অরণ্যের দিকে ছুটিয়া যায়! অরণ্যের তরু লতাকে হরি হরি বলিয়া জড়িয়া ধরে, কিন্তু প্রাণ শীতল হয় না দেখিয়া আবার ছুটিয়া গৃহে প্রবেশ করে; গৃহ শূন্য দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়; অসহায় শিশুর ন্যায় আবার নাম ধরিয়া ডাকে! কিন্তু কেহ যেন সে ডাক শুনিতে পায় না, কেহ তাহার ডাকে উত্তর দেয় না!

ভক্তির দেহে ঘোর উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। হরি-বিরহে তাহার শরীর শীর্ণ, মুখ বিবর্ণ, কেশ রুক্ষ,——বসন ভূষণ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল! অনুতাপে প্রাণ পুড়িয়া যায়! মুখে কেবল বলে, "হায়! আমি কি করিলাম, এমন অমূল্য ধন হাতে পাইয়াও কর্ম্মদোষে হারাইলাম! হায়, আমি পরের কথায় আপনার ঘরে আগুন দিলাম!"—এইরূপে বিলাপ করে, আর "হা হরি! হা দীনবন্ধু! তুমি কোথায়?" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হয়।

এইরূপে দুই চারি দিন কাটিয়া গেল। একদিন সুমতি তাহার প্রিয়-সখী সান্ত্বনাকে লইয়া ভক্তির নিকট আসিল। সান্ত্বনা অনেক প্রবোধ দিয়া ভক্তিকে একটুকু স্থির করিল। সুমতি বলিল, "বোন্ এখন আর কাঁদ্‌লে কি হ'বে? যা'তে পুনরায় হরির চরণে স্থান পাও, তা'র উপায় কর।"

ভক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, হায়, আর কি আমার সেদিন হবে? আর কি আমি এ জীবনে প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পা'ব? আমার মত অবিশ্বাসিনী মহাপাতকিনীকে কি তিনি আর কৃপা কর্‌বেন?

সুমতি বলিল, "ভক্তি, তুমি এক উপায় কর'; ও-পাড়ায় আশা নামে একটি সুচরিত্রা প্রবীনা স্ত্রীলোক আছেন, তাঁ'কে সঙ্গে ক'রে তুমি সাধনারণ্যে শ্রীহরির অন্বেষণে বাহির হও। আমার বোধ হয়, প্রজ্ঞাকে না পেলে তুমি আর শ্রীহরির দর্শন পাবে না। অতএব আশার সঙ্গে যেয়ে প্রথমে প্রজ্ঞার অনুসন্ধান কর। আশার বাড়ীতে ধৈর্য্য নামে একটী সাহসী লোক থাকে, তাকেও সঙ্গে নিয়ো।

সান্ত্বনার মুখ দেখিয়া আর সুমতির পরামর্শ শুনিয়া ভক্তি একটু স্থির হইল; এবং তখনই আশার গৃহে চলিয়া গেল। আশা ভক্তির কাহিনী শুনিয়া বলিল, তোমার কার্য্য আমি করিব। যাহারা তোমার মত অবস্থায় পড়ে, তাহাদের সঙ্গে যাইতে আমি বড় ভালবাসি। ধৈর্য্যও আমাদের সঙ্গে যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

আশা ও ধৈর্য্যের সহিত ভক্তি সাধন-কাননে প্রবেশ করিলেন। কাননের বড় সুন্দর শোভা! কত ভাব-কুসুম চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে, কত প্রকার মত-বৃক্ষ চারিদিকে শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বগামী সাধকদিগের কোলাহল শুনা যাইতেছে। ভক্তি দ্রুত-গতিতে সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আশা ও ধৈর্য্যের উৎসাহে তাঁহার হৃদয়ের ভার অনেক কমিয়া আসিল, কাননের বাহ্য-শোভা দেখিয়া অনেক দিন পরে তাঁহার মনে একটুকু সুখের সঞ্চার হইল!

ভক্তি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইলে একটী সুন্দরী রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সে সাধন-কানন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভক্তির মনে হইল, ইহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, হয়ত আমার প্রাণেশ্বরের সংবাদ পাইব। বড় আশা করিয়া ভক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগ্নি, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? তুমি কি বলিতে পার, আমার প্রাণেশ্বর হরি কোথায় আছেন? আমি আর কত দূর যাইলে তাঁহার দেখা পাইব?"

রমণী বলিল, "আমার নাম বিষয়-বুদ্ধি; আমি দশ জনের দেখা দেখি এই অরণ্য-পথে অনেক দূর গিয়াছিলাম। এ পথে কিছুই সুখ নাই, কেবলই ক্লেশ ও মনঃপীড়া! কোথায় হরি? তিনি এদিকে নাই; আর যদিও থাকেন, কেহ তাঁহার দেখা

পায় না। কতকগুলি মূর্খের কথায় ভুলিয়া আমার যৌবন-কালটা বৃথা নষ্ট করিয়াছি! এখন বুঝিয়াছি, যত মূর্খ ও অপদার্থেরাই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মরে! যাহাদের সংসারে সুখ পাইবার উপায় নাই, ও-সকল তাহাদেরই মনের জল্পনা মাত্র! হায় হায়, আমার এ-কুল ও-কুল দুকুল গেল! এখন তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচি!"

ভক্তি বড় চিন্তাকুল হইলেন! আবার বিষয়-বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কাননে কি দেখিলে? একদিনও কি শ্রীহরির দর্শন পাও নাই? প্রজ্ঞার সহিতও কি তোমার দেখা হয় নাই?"

বিষয়-বুদ্ধি বড় রাগ করিল! হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "কে জানে তোর শ্রীহরি কোথায়? তাঁর কি দর্শন পাওয়া যায়? প্রজ্ঞা আবার কে? তাকে আমি চিনি না! তোকে এ সকল কথা কে শিখাইয়াছে? আরও কিছু দূর যা, তার পর এ পথের কত মজা টের পাবি এখন! হায় হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেল! ঘর বাড়ী গেল, টাকা কড়িগুলি দশজনে লুটে নিল! ছেলে মেয়ে ক'টা হয়তো এতদিন না খেতে পেয়ে মরে গেছে! হায় হায়, সেই হতভাগা বিবেকের কথা শুনে আমি ধনে প্রাণে মারা গেলাম!"

এইরূপ বকিতে বকিতে বিষয়-বুদ্ধি ঊর্দ্ধশ্বাসে সংসারের দিকে ধাবিত হইল!

যখন বিষয়-বুদ্ধির সহিত ভক্তির কথা হইতেছিল, তখন আশা একটুকু দূরে ছিলেন! তিনি আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া গাহিতেছিলেন—

"প্রেম-সাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় করো না।
ঐ যে দেখিছ বিশাল বিক্রম, এতে ডুবিলেও
মানুষ মরে না।
যে জন সাহসে ভর করে, অগাধ প্রেমসিন্ধু-নীরে,
একবার ডুবিতে পারে;
সে আর চাহেনা ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে,
করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন,
ভুলে যায় সংসার বাসনা।
বিষয়-বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চলে যাবে,
এখন আর তা ভাবলে কি হবে;
যদি এ পাপ জীবন দিলে, অনন্ত জীবন মিলে,
তাহে আছে কিবা ক্ষতি, ওরে ভ্রান্ত-মতি,
সত্যকে কেন ভাব কল্পনা?
যদি প্রেমে পাগল হয়ে, একেবারে যাওহে বয়ে,
স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে;
বিষয়-মদে মাতোয়াল যারা, তোমায় পাগল বলবে তারা,
কিন্তু দিব্যজ্ঞান প্রভাবে, দেখবে তুমি সবে,
চক্ষু থাক্‌তে হয়ে আছে কাণা।"

এখন ভক্তি তাড়াতাড়ি আশার নিকট আসিলেন। তাঁহার মুখের সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া ভক্তির হৃদয়ের অবসাদ দূর হইল। তাঁহারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কাননের আর তেমন শোভা রহিল না। ভূমি বন্ধুর ও কঠিন হইয়া আসিল! ভক্তি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কঠিন ভূমিতে তাঁর

চরণ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, তথাপি আশা ও ধৈর্য্যের সাহায্যে ভক্তি সেই দুর্গম পথে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

সম্মুখে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হইল। চারিদিকে সুন্দর বৃক্ষ ও লতামণ্ডপ, মধ্যে ক্ষুদ্রকুটীর। ভক্তি আশাকে অগ্রে করিয়া কুটীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঐ ক্ষুদ্র কুটীর হইতে দুইটী বালিকা বাহিরে আসিল! প্রথমটীর অতি মলিন বেশ, বিনয়ে শরীর অবনত; দৃষ্টি পৃথিবীর দিকে, মুখ-কান্তি অতি গম্ভীর, অতি স্থির! সে যেন পৃথিবীর ধূলায় মিশিয়া যাইতে চায়, যেন এক গাছি তৃণের মত এক পাশে লুকাইয়া থাকিতে চায়!

দ্বিতীয় বালিকা পিঞ্জরের বিহগীর ন্যায় চঞ্চল ও ব্যাকুল। তাহার সুনীল চক্ষু দুইটী সর্ব্বদাই ঐ সুনীল অনন্ত আকাশে নিবদ্ধ রহিয়াছে, কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে! সে যেন এরাজ্যে থাকিতে চায় না; কোন্ পথে উড়িয়া যাইবে, সর্ব্বদা যেন তাহারই অন্বেষণ করিতেছে!

ভক্তি অতি স্নেহের সহিত তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বড় বালিকাটি মাটির দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আমরা দু'টী সহোদরা; আমার নাম দীনতা, উহার নাম ব্যাকুলতা। ব্রহ্মকৃপা আমাদের মা। মা বলেছেন, তোমরা দু'টী বোন্ সাধন-কাননে যাইয়া বাস কর। যে সকল যাত্রিক তোমাদের কুটীরের নিকট দিয়া যায়, তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করো; পথ দেখায়ে দিয়ো।"

ব্যাকুলতা বলিল, "তুমি কি আমার পিতার শান্তি-নিকেতনে যাবে? তবে চল, আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব এখন।

আমি খুব তাড়া তাড়ি চল্‌তে পারি; চল এখনই যাত্রা করি, এ পথে বিলম্ব করা ভাল নয়!”

দীনতা ও ব্যাকুলতাকে সঙ্গে লইয়া ভক্তি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন আমাদের যাত্রিকদলে লোক সংখ্যা বাড়িয়া গেল। পথও ক্রমেই দুর্গম হইয়া উঠিল। ভক্তিকে যে কত পরীক্ষায় পড়িতে হইল, কত কণ্টকে তাঁহার চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল,—সে সকল কাহিনী বিস্তার করিয়া বলিতে গেলে, তোমাদের ধৈর্য্য থাকিবে না; কাজেই প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি সংক্ষেপে বলিব।

সম্মুখে আর একটী আশ্রম দৃষ্ট হইল; এ আশ্রমের দৃশ্য অন্য প্রকার। এখানে একখানি অতি জীর্ণ কুটীর,—কুটীরে কয়েকটী ভগ্ন পাত্র, একখানি জীর্ণ কন্থা ও একটী তৃণশয্যা পড়িয়া আছে। কয়েকটী লোক বৃক্ষতলে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন; তাঁহাদের শরীর শীর্ণ, কঙ্কালময়; কেহ কৌপীন-ধারী, কেহ মুণ্ডিত-শির, কেহ বা ভস্মাচ্ছাদিত দেহে ভূতলে উপবিষ্ট।

ভক্তিকে দেখিয়া সেই বৃক্ষতল-বাসী তপস্বীদের কেহ নাসিকা কুঞ্চিত, কেহ ঘৃণা-সূচক মুখভঙ্গি, কেহ বা হরি নাম স্মরণ করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিলেন। একজন ভক্তির মুখের দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, “তোমরা এখানে কেন? আমরা সংসারের কোন ধার ধারি না, সকল মায়া কাটাইয়া বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করিয়াছি। এই কুটীর বৈরাগ্য-দেবের আশ্রম; আমরা তাঁহার শিষ্য। তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নাই!”

এমন সময় বৈরাগ্য-দেব ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীরে বিলাসিতার চিহ্ন নাই; অথচ লাবণ্য ও তেজে দেহ উজ্জ্বল। দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার সর্ব্ব কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে;—প্রাণে নিষ্কাম-প্রসন্ন-ভাব বিরাজ করিতেছে!

ভক্তি তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া অতি সঙ্কুচিত ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন! শিষ্যগণ ভাবিতেছিল, বৈরাগ্য-প্রভু স্ত্রীলোক দেখিয়া না জানি কতই রাগ করিবেন! কিন্তু তিনি ভক্তিকে অতি স্নেহের সহিত আদর ও যত্ন করিলেন, তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির জন্য আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তির পরিচয়াদি অবগত হইয়া বৈরাগ্য বলিলেন, "তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া এই পথে অগ্রসর হও। তুমি যাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ, তিনি স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া তোমাকে পথ দেখাইতেছেন! তিনিই তোমার রক্ষক। যাহারা আপনার রক্ষক আপনি হয়, তাহারাই মর্কট-বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন করে। বস্তুত বাহ্য বৈরাগ্য কিছুই নহে; প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তরে। যে হরি-সুখে সুখী হইতে চায়, আর কোনও বাসনা যাহার হৃদয়ে নাই, সে-ই প্রকৃত বৈরাগী। ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুখ, বাহ্য বৈরাগ্যের সুখ, এমন কি সাধুতার সুখও সকাম ধর্ম্ম! উহাও এক প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ! সর্ব্বপ্রকার লালসা ও অভিলাষ শূন্য হইয়া সেই প্রাণেশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও; সতীনারী যেমন পতি ভিন্ন আর কিছুই জানে না, সেইরূপ তুমিও সেই প্রাণপতি ভিন্ন আর কিছুই চাহিও না।"

বৈরাগ্যের মুখে এই অমূল্য উপদেশ শুনিয়া ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে যাত্রা করিলেন। তখন দীনতা ও ব্যাকুলতা বলিল, "প্রিয় ভগ্নি, এখন আমরা আমাদের আশ্রমে যাই, যে সকল নূতন যাত্রিক আসিবে, তাহাদিগকে পথ দেখাইব। বৈরাগ্যের আশ্রম যাহারা অতিক্রম করে, তাহাদের সঙ্গে আর আমাদের সর্ব্বদা থাকিবার প্রয়োজন হয় না।"

ভক্তির নিকট সজল-নয়নে বিদায় লইয়া তাহারা দুইটী বোন্ মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল। তখন দূর হইতে ভক্তি শুনিতে পাইলেন, দীনতা গাইতেছে,—

"চিরদিন দীনহীন অকিঞ্চন রহিব,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য কিছুই না বুঝিব।
চাহিয়ে তোমার পানে, দীন হীন নয়নে,
দোষ গুণ সব, তোমার চরণে সমর্পিব।
না রবে পাপের কালিমা, না রবে ধর্ম্মের গরিমা,
দেখ্‌ব কেবল সব তুমি মা,
আর পদে মাথা রাখিব।
মা তুমি গরিবের ঘরে, দীন দুঃখী পরিবারে,
সর্ব্বেশ্বরী রূপ ধরে আছ এই দেখিব॥"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

সাধন-কাননের মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। লোকে উহাকে কর্ম্মক্ষেত্র বলে। ভক্তি এই ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই একটী সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন। ভক্তি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন; কে যেন আকুল প্রাণে গাইতেছে—

(বসন্ত বাহার—তেতালা।)

"দীননাথ, কাঙ্গাল বলে দিবে নাকি দেখা!
দেখা নাহি দিলে প্রভু, এপ্রাণ যায় না যে রাখা।
দারুণ সংসারের আঁচে, হৃদয় আমার শুকায়েছে,
কাদার মত হৃদয় আমার কঠিন হয়েছে;
মনস্তাপে তাও আবার ফেটে গিয়েছে;
(কেবল) কঠিন ভূঁয়ে, এ হৃদয়ে, তোমার পদ-চিহ্ন আছে আঁকা।
আমি দীন তোমার পানে, চেয়ে আছি নিশি দিনে,
বহুদিনের পরে তোমার দরশন আশায়,—
চাতক যেমন মেঘের পানে জল পিপাসায়;
দেখি চারি ভিতে, প্রকৃতিতে, তোমার দয়াল নামটী
আছে লেখা।"

ভক্তির কোমল হৃদয় গলিয়া গেল, প্রাণে ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। সঙ্গীত-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই দিকে

ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন, একজন পরিশ্রান্ত পথিক, সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বসিয়া কাতর-স্বরে ঐ সঙ্গীতটী গাইতেছে। ভক্তিকে দেখিয়া পথিকের কণ্ঠ নীরব হইল এবং সে বিস্ময়ের সহিত ভক্তির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

ভক্তি তখন ভাবে বিবশা। তাঁহার তখন আত্মপর জ্ঞান নাই, লজ্জা ভয় বোধ নাই, তিনি যে একজন অপরিচিত পুরুষের নিকট আসিয়াছেন, তাহা স্মরণ নাই! ভক্তি আকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কে? কেন এমন করিয়া একাকী বসিয়া আছ? তোমার সঙ্গীতে আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তোমাকে বড়ই আপনার জন বলিয়া বোধ হইতেছে!"

ভক্তির প্রাণের ব্যাকুল ভাব পথিক বুঝিতে পারিল না, তাহার কঠোর হৃদয়ে সে মধুর প্রেম-ভাব প্রবেশ করিল না। পথিক বলিল—যেন একটুকু বিরক্তির সহিত বলিল, "তুমি কে?"

ভক্তি—"আমি একটী দুঃখিনী অবলা।"

পথিক—"অবলা না প্রবলা?"

ভক্তি—"কেন, ভাই? আমায় ওরূপ কটুকথা বল কেন, ভাই? আমি তো যেন তোমায় চিনিয়াছি; তুমি কি আমাদের সেই প্রজ্ঞার সহোদর কর্ম্ম নও? দেখ দেখি ভাই, তুমি আমায় চিনিতে পার কি না?"

তখন পথিক আগ্রহের সহিত ভক্তির মুখ বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! কিছু কাল পরে সহসা যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ও কে? তুমি আমাদের সেই সতীদেবীর কন্যা ভক্তি নাকি? তাই তো; আহা, বোন্ কতদিন তোমায়

দেখি নাই! কতদিন খাটিতে খাটিতে অবসন্ন হইয়া ব্যাকুল প্রাণে তোমায় খুঁজিয়াছি; আহা, আজ তোমার দেখা পাইয়া বহুদিন পরে প্রাণে বড় আনন্দ হইতেছে!"

ভক্তি স্নেহ-পূর্ণ-স্বরে বলিলেন, "ভাই কর্ম্ম, তোমার কি আর আমার কথা মনে আছে? আহা! বাল্যকালে তোমার সহিত কত খেলা করেছি, আমাদের দুজনে কেমন ভাব ছিল! ভাই, মনে পড়ে কি, কতদিন খেল্‌তে খেল্‌তে বলেছি, "দেখ কর্ম্ম, আমরা দুটী ভাই বোন্ চিরদিন একত্র থাকৃব।" কিন্তু একটু বড় হ'লেই তুমি যে কোথায় চলে গেলে, আর তোমার দেখা পেলাম না!"

কর্ম্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আহা বোন্, সে সুখের দিন মনে হ'লে এখনও চোখে জল আসে! আহা, যখন আমরা দুজনে আমার প্রজ্ঞা-দিদি ও যোগ-দাদার সঙ্গে মিলে আনন্দে খেলা কর্‌তাম, তখন আমাদের কত সুখেই দিন যেত! কত নব নব ভাব-তরঙ্গে প্রাণ প্লাবিত হ'ত! হায়, বাল্যকালের সে সুখ আর এ জীবনে পা'ব না! আমি এই বিশাল কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করে, দিন রাত খেটে খেটে এখন এরূপ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, যে আর এ জীবন-ভার বইতে পারি না। দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, প্রাণে শান্তি নাই!"

"ভাই কর্ম্ম, আমি শুনেছি, তুমি পর-সেবায় জীবন স'পেছ, তবে তোমার এরূপ অবস্থা হ'ল কেন?"

"কেন হইল, তাহা আজও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই! কিন্তু কর্ম্মে আর আমার সুখ নাই; কত লোকের উপকার

করিলাম; পরের কার্য্যে শরীরের রক্ত শোষণ করিলাম; কিন্তু হায়, আমার সকলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ হইল! অকৃতজ্ঞ মানুষ আমার কার্য্যের মূল্য বুঝিল না! শরীরের রক্ত দিয়া যাহাদের জন্য খাটিয়া মরিলাম, এখন আবার তাহারাই আমার নিন্দা করে! হায়, আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইল! ধিক্ রে অকৃতজ্ঞ সংসার, তোকেই ধিক্!"

হৃদয়ের উদ্বেলিত দুঃখবেগ সংবরণ করিয়া কর্ম্ম আবার বলিতে লাগিল, "দেখ বোন্, আমার শরীরে আর সে লাবণ্য নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয় শুষ্ক—মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে! অনেক দিন তোমায় খুঁজেছি, মনে হয়েছে, এ দুঃখের দিনে তোমায় পেলে প্রাণে আরাম পা'ব—নীরস হৃদয় একটুকু সরস হ'বে।"

ভক্তি বলিলেন, "বুঝিয়াছি ভাই, তুমি জগতের সেবা না করিয়া উপকার করিয়াছ; ভগবানের প্রীতির জন্য নহে, কিন্তু আত্ম-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়াছ; ফলাফল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম-হৃদয়ে জীবনের ব্রত সাধন কর নাই, কিন্তু ফল-লাভার্থ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ; সুতরাং আত্ম-কর্ম্ম-জালে জড়িত হইয়া সংসারে দুঃখ পাইতেছ! ভাই, তুমি আমাকে ছাড়িয়াই এরূপ দুর্দ্দশায় পড়িয়াছ, আর আমিও প্রজ্ঞাকে হারাইয়াই আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিয়াছি! সে দুঃখের কথা বলিয়া আর কি হইবে ভাই! এখন চল, আমরা দুই ভাই বোনে মিলিয়া এই কাননে তাঁহার অন্বেষণ করি!"

কর্ম্ম স্বীকৃত হইল। উভয়ে মিলিয়া কর্ম্মক্ষেত্র অতিক্রম করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটী সুন্দর

সাধনোদ্যান দেখিতে পাইলেন! উদ্যানের বড় চমৎকার শোভা, কিন্তু তাহার বর্ণনা আর এখানে করিব না। ভক্তি ও কর্ম্ম বিস্ময়ের সহিত সেখানে যাহা দেখিলেন, তাহাই বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ, ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥"

ভক্তি ও কর্ম্ম সবিস্ময়ে দেখিলেন, কাননের এক একটী বৃক্ষ-তলে, এক একটী তপস্বী ধ্যান-নিমীলিত-নেত্রে উপবিষ্ট আছেন। কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেছেন, কেহ নাশিকাগ্র-বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া যোগ শিক্ষা করিতেছেন, কেহ বা সমাধি-মগ্ন হইয়া স্থাণুবৎ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা অগ্নি-সমীপে উপবেশন করিয়া শরীরে বিভূতি মাখিতেছেন এবং যোগ-শাস্ত্রের দুই একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন।

ভক্তি সবিস্ময়ে তাঁহাদের ব্যবহার ও সাধন-প্রণালী দেখিতেছেন, এমন সময় কর্ম্ম সহসা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, ঐ যে ওদিকে ঐ অশোকতরু-মূলে বসিয়া আমাদের সেই বাল্য-পরিচিত যোগানন্দ ধ্যান করিতেছেন।

ভক্তি ও কর্ম্ম দ্রুতপদে যাইয়া যোগের সহিত মিলিত হইলেন।

বহুদিন পর তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইয়া যোগের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, "ভক্তি, তোমাদের দেখা পাইয়া বড় সুখী হইলাম, তোমরা যে এ কাননে আসিবে, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই। তুমি জান, বাল্যকাল হইতে আমার ধর্ম্মতৃষ্ণা বড় প্রবল, আমি অনেক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এবং অনেক সাধু-সজ্জনের সহবাস করিয়াও যখন মনে শান্তি

পাইলাম না, তখন প্রাণ বড় ব্যাকুল হইল। আমি আকুল-হৃদয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম, পরে কোন এক পর্ব্বত গুহায়, একজন মহাত্মার দর্শন পাইয়া, তাঁহার নিকট এই নূতন যোগ-বল প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানে যাঁহাদিগকে দেখিতেছ, ইঁহারা সকলেই আমার মন্ত্র-শিষ্য।"

ভক্তি ও কর্ম্ম সেই যোগারণ্যে থাকিয়া তপস্যা করাই স্থির করিলেন। ভক্তি ভাবিলেন, আর বনে বনে ভ্রমণ না করিয়া এখানে থাকিয়া সাধন ভজন করি; যত দিন প্রভুর সাক্ষাৎ না পাই, তত দিন যোগ ও কর্ম্মের সহিত এখানে বাস করাই কর্ত্তব্য।

যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম সম্মিলিত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তখন সেখানে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আরম্ভ হইল। যোগ, ভক্তি ও কর্ম্মের সম্মিলনে সাধন-কানন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহাদের পুণ্যতেজে কাননের মোহান্ধকার দূর হইতে লাগিল।

যোগ প্রতি দিন শিষ্য দিগের সহিত মিলিত হইয়া ধ্যান ধারণা অভ্যাস করেন, একাকী নির্জ্জনে সমাধিস্থ হইয়া অতি উগ্র তপস্যায় প্রাণ মন নিয়োগ করেন। নানা প্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনারও ক্রটী নাই!

ভক্তি নিয়ত হরি-নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ করেন; সতী-নারী যেমন নিষ্ঠার সহিত পতির প্রতীক্ষা করেন, তিনিও তেমনি সেই প্রাণেশ্বরের প্রতীক্ষা করেন। কখনও ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকেন, কখনও বা মহাভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

এদিকে কর্ম্মের আর অবসর নাই। নিত্য উপাসনাদি অধ্যাত্ম-কর্ম্ম, মনঃসংযমাদি মানস-কর্ম্ম, আর পর-সেবাদি শারীর কর্ম্ম প্রতিদিন যথা বিধানে সম্পাদন করেন।

এইরূপে তাঁহাদের সাধনা দিন দিন গভীর হইতে লাগিল বটে, কিন্তু এখনও যেন বন্ধন ছিঁড়িল না, এখনও যেন প্রাণে শান্তি আসিল না; যাঁহার জন্য এত সাধন, সে অমূল্য ধনের এখনও অনুসন্ধান হইল না! কি যেন নাই, কে যেন আইসে নাই,এমনি একটা অভাব সকলেরই নিকট বোধ হইতে লাগিল।

একদিন যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম শান্তি-তরুতলে বসিয়া সাধু-প্রসঙ্গ করিতেছেন, এমন সময় বহুদূর সমানীত সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সকলের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল! সঙ্গীতের অর্থ বুঝা গেল না, কিন্তু সেই স্বরে ভক্তি বড় আকুল হইয়া উঠিলেন। তখন ভক্তি বলিলেন "ভাই কর্ম্ম, এই সঙ্গীতের স্বরে আমাকে পাগল করিল! আমি আর স্থির থাকিতে পারি না। ঐ স্বরে আমার প্রাণের কি এক লুপ্ত-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ভাই, শোন, ঐ যে সঙ্গীত-ধ্বনি স্পষ্ট শুনা যাইতেছে।"

তখন গায়ক যেন আরও নিকটবর্ত্তী হইল, সুমধুর স্বর পঞ্চমে তুলিয়া আরও মধুরে মধুর মিশাইতে লাগিল! অরণ্য প্লাবিত করিয়া সুমধুর কণ্ঠ স্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল! সকলে শুনিতে পাইলেন, কে যেন গাহিতেছে—

(ঝিঁঝিট—একতালা)

মিলে সাধু-সঙ্গে রে মন, ভক্তি-নদীর তটে চল।
প্রেমজলে স্নান করে, মুখে হরি হরি বল।

বসে শান্তি-তরুমূলে, বিবেক-শ্রবণ খুলে,
শ্রীমুখের মধুর বাণী, শুনে প্রাণ কর শীতল ॥
যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানে কাটিয়ে ভববন্ধনে,
সাধিয়ে জীবন-ব্রত, জনম কর সফল ॥

তখন ভক্তি অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই কর্ম্ম, আমার প্রাণ বড় আকুল হইতেছে, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। আহা! এ গান আমি কত দিন শুনিয়াছি! ভাই, এ-যে আমার প্রজ্ঞার কণ্ঠ!"

ভক্তি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন। যোগ এবং কর্ম্মও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর যাইয়াই ভক্তি উচ্চৈঃস্বরে "প্রজ্ঞা প্রজ্ঞা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন যোগ এবং কর্ম্মও তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন সেখানে বড় অপরূপ দৃশ্য উপস্থিত হইল! যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা একত্র মিলিত হইয়া হরি হরি বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন! যোগারণ্য নিস্তব্ধ হইয়া সে অপরূপ শোভা দেখিতে লাগিল।

ভক্তি প্রজ্ঞার গলা ধরিয়া হর্ষ ও বিষাদে মূর্চ্ছিত হইলেন! মহাভাবাবেশে যোগের সমাধি হইল! কর্ম্ম তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আর প্রজ্ঞা এই অভাবনীয় শুভ-সম্মিলন দর্শন করিয়া সজল-নয়নে যুক্ত-করে বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইলে, সকলে সেই শান্তি-তরুতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রজ্ঞা, ভক্তিকে কত আদর, কত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্তির ক্রন্দন আর

নিবৃত্ত হয় না। তাঁহার অশ্রুজলে প্রজ্ঞার বক্ষ ভিজিয়া যাই-তেছে; ভক্তি বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিতেছেন! পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মন অস্থির হইতেছে; লজ্জা ও অনুতাপে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে! প্রজ্ঞাকে দেখিয়া তাঁহার হরি-বিরহানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ভক্তি, প্রজ্ঞার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া, শিশুর ন্যায় আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

প্রজ্ঞা অতি স্নেহে ভক্তিকে হৃদয়ে ধরিয়া অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আহা, বোন্, তুমি বড় দুঃখ পাইয়াছ; তোমার সে স্বর্ণকান্তি যেন অঙ্গার হইয়া গিয়াছে! ভক্তি, তোমাকে ছাড়িয়া যাইয়া আমিও সুখে রই নাই; আমারও প্রাণে সে শান্তি নাই, হৃদয় শুষ্ক ও নীরস! কত দেশে ঘুরিলাম, কত লোকের নিকট গেলাম, কত জ্ঞানী, সাধু ও ধার্ম্মিকের গৃহে বেড়াইলাম; কিন্তু তোমার নিকট যে শান্তি, যে আরাম ও যে প্রীতি পাইয়াছি, তাহা আর কোথাও মিলিল না!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রজ্ঞা আবার বলিতে লাগিলেন, "যখন কোথাও যাইয়া প্রাণে শান্তি পাইলাম না, তখন বড় কাতর হইয়া সেই শান্তিদাতার শরণাপন্ন হইলাম, তখন সেই দয়ার সাগর দীনবন্ধু প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "প্রজ্ঞা, এরূপে একাকী ঘুরিয়া কোথাও শান্তি পাইবে না; যে জন্য তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাও পূর্ণ হইবে না। আমার যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম নানা দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আমার বিধানে শীঘ্রই তাহারা সাধন-কাননে একত্রিত হইবে, তুমিও যাইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হও; তবেই আমার

ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্মিলনে এক অপূর্ব্ব মহাধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।”

প্রভু আরও বলিলেন, “দেখ, প্রজ্ঞা, আমি যেমন এক এবং অখণ্ড, আমার ধর্ম্মও তেমনি এক এবং অখণ্ড। যাহারা আমাকে অপূর্ণভাবে গ্রহণ করে, তাহারাই আমার ধর্ম্মকেও আংশিক ভাবে স্বীকার করে! এই জন্যই পৃথিবীতে কেহ যোগ লইয়া ব্যস্ত, কেহ ভক্তি লইয়া উন্মত্ত, কেহ কর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া ব্যাকুল, কেহ বা জ্ঞান জ্ঞান করিয়া অস্থির! যোগী ভক্তকে নিন্দা করে, ভক্ত জ্ঞানীকে শুষ্ক বলিয়া উড়াইয়া দেয়; কর্ম্মী ভক্তকে পাগল মনে করে, ভক্ত আবার কর্ম্মীকে বিষয়ী বলিয়া উপেক্ষা করে! এ সকলই অপূর্ণ বা উপধর্ম্মের ফল! কিন্তু যাহারা আমাকে পূর্ণরূপে স্বীকার করে, তাহারা যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের একটীও পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহার কোন একটীকে উপেক্ষা করিলে আমাকেই উপেক্ষা করা হয়! অতএব যদি তোমরা আমাকে চাও, তবে এই পূর্ণ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। যোগ,ভক্তি,কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্র মিলিয়া সাধন কর।”

প্রজ্ঞার মুখে প্রভুর এই প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া সকলের মনের অন্ধকার দূর হইল, সকল সংশয় ভঞ্জন হইল! তাঁহারা পরস্পরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, একের বিরুদ্ধে অন্যের মনে যাহা ছিল, তাহা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহাদের জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, সকলেই নব জীবনের আভাস প্রাপ্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥
সর্ব্ব-ধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এতদিনে সাধন-কাননের নাম সার্থক হইল। যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা তথায় যে মহা সাধনা আরম্ভ করিলেন, পৃথিবীতে এরূপ আর কখনও হয় নাই। তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে সাধন-কানন কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় নগরের সর্ব্বত্র এই সুসমাচার প্রচারিত হইল! নগরের সাধু-সজ্জনদিগের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল, আর অসাধু দুর্জ্জনেরা সে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পালাইবে, তাহারই অন্বেষণ করিতে লাগিল! এতদিনে সাধন-কাননের নাম সার্থক হইল।

এতদিনে আশার বাণী সফল হইল, ভক্তির প্রাণ পূর্ণ হইল। যোগ, কর্ম্ম ও প্রজ্ঞার সহবাসে ভক্তির জীবনে মহাপ্রলয় আরম্ভ হইল। যোগের প্রভাবে প্রবৃত্তি মহাভয়ে তাঁহার নিকট বিদায় লইল, আর নিবৃত্তি তাঁহার নিত্যসহচরী হইল। প্রজ্ঞার মাহাত্ম্যে ভক্তির প্রাণের দুর্ব্বলতা দূর হইল, কর্ম্মের গুণে তাঁহার স্বভাবের আবেশময়ী চঞ্চলতা চলিয়া গেল, আর "সেবা" নামে দেব-কন্যা আসিয়া ভক্তির প্রিয় সখী হইল।

আবার ভক্তিকে পাইয়া প্রজ্ঞার প্রাণ সরস ও মধুময় হইল! যোগ ও কর্ম্মের দৃষ্টান্তে তিনিও বিশুদ্ধ সমাধি ও কর্ম্মশীলতা শিক্ষা করিলেন। ক্রিয়াহীন জ্ঞান অসার হইতেও অসার, কর্ম্মের নিকটই প্রজ্ঞা এই মহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন।

এতদিনে যোগ বুঝিলেন, ভক্তিহীন যোগ বাহ্যক্রিয়ামাত্র ; সে যোগে প্রাণ যোগেশ্বরের দিকে না যাইয়া অসার কল্পনা ও আড়ম্বরেই ব্যস্ত থাকে। আবার কর্ম্মহীন যোগও যোগই নহে ; যিনি নিত্যক্রিয়াশীল, তাঁহার দিকে চিত্তের গতি হইলে জীবাত্মা কখনও নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না।

এতদিনে কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হইল। কর্ম্ম বুঝিলেন, প্রীতি-হীন প্রিয়কার্য্য মানুষকে অভিমানী করে। আর যাহারা পরোপকার করিতে যায়, তাহারা গর্ব্বিত হয়, এবং লোকের অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া আর সেই ব্রত রক্ষা করিতে পারে না। ভক্তেরা পরোপকার করেন না, কিন্তু জগতের সেবা করেন,—সমস্ত নর-নারীকে পরব্রহ্মের সন্তান জানিয়া প্রাণ দিয়া তাঁহাদের সেবা করেন। তাঁহারা আপনাকে প্রভু মনে করেন না,—তাঁহারা জগতের সেবক। ভক্তি ও প্রজ্ঞার সংসর্গে কর্ম্মের এই মহা-শিক্ষা লাভ হইল।

এইরূপে মহা তপস্যা চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন যায়, তাঁহাদের তপস্যার নিবৃত্তি নাই। মানুষের তপোবলে যাহা সম্ভব তাহা হইল। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণের আশা তো মিটিল না ;—প্রাণ যাঁহাকে চায়, তাঁহাকে তো পাওয়া গেল না ! তপস্যায় সুখ হইল বটে,—পবিত্র জীবনে আনন্দ লাভ হইল বটে, কিন্তু প্রাণে তো শান্তি আসিল না ! "যাঁর হৃদয় তাঁরে চায়, যে পর্য্যন্ত নাহি পায়, শান্তি তারে এ ধরায়, দিতে নারে কোন ধনে !"

একদিন আমাদের সাধকগণ সকলে একত্র হইয়া হরিগুণ প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, তখন ভক্তি বলিলেন, "প্রজ্ঞা, এত করা গেল, কিন্তু প্রাণ তো জুড়াইল না ! যাঁহার জন্য এত দুঃখ

পাইলাম, আজও তো সেই প্রাণেশ্বরের দর্শন পাইলাম না! এখন কি করিলে তাঁহাকে পাইব, বল!”

ভক্তির কথা শুনিয়া সকলেই নীরব ও নিস্তব্ধ! সকলেরই প্রাণ হইতে কে যেন ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল! সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, এমন কেহ তথায় ছিল না! ভক্তির কথার মীমাংসা হইল না।

অনেকক্ষণ পর প্রজ্ঞা বলিলেন, “আরতো কোন পথ দেখি না! পৃথিবীতে মানুষ যাহা করিতে পারে, তাহা করা গেল। আমার দৃষ্টি এখানে অবরুদ্ধ, আমি আর কোন পথ দেখি না। তবে চল, সকলে মিলিয়া আজ তাঁহার নামে হত্যা দিয়া পড়ি! তাঁহার নামে এপ্রাণ বিসর্জ্জন দিব। হায়, কিছুতেই প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না! আর এ নিষ্ফল জীবন ধারণ করিয়া সুখ কি?”

তখন সকলের প্রাণ ভেদ করিয়া গভীর প্রার্থনা উত্থিত হইল! “আরতো উপায় নাই, আর আমাদের কেহ নাই, হে অগতির গতি, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এখন শ্রীচরণে স্থান দাও, একবার তোমার প্রসন্ন-মুখ দেখিতে দাও!”

তখন সকলের হৃদয় ভেদ করিয়া ঐ একই প্রার্থনা মহান্ ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসন-সমীপে উঠিতে লাগিল! দিনের পর রাত্রি হয়, আবার রাত্রির পর দিন আইসে; আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাধকদিগের প্রার্থনার বিরাম নাই! “পড়ে রলেম গো তোমার দ্বারে, সময় হলে চেয়ো ফিরে, আমরা জেনেছি ঐ চরণ বিনে, মনের আগুন নিব্‌বে না।” সকলের হৃদয় হইতে এই একই প্রার্থনা নিয়ত উঠিতে লাগিল!

ব্রহ্ম-পাদপদ্ম ধৌত করিয়া করুণা-মন্দাকিনী পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হইল! যিনি জীবের পরিত্রাণের জন্য নিয়ত ব্যস্ত, তিনি কি আর জীবের এই অবস্থা সহ্য করিতে পারেন? শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া কি আর মায়ের প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে? প্রেমময়ের করুণা অবতীর্ণ হইল!

অনাবৃষ্টি সময়ে মেঘগর্জ্জনবৎ সহসা একটী সুমধুর সঙ্গীত-লহরী সাধকদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল! সকলে শুনিতে পাইলেন, সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে অন্তরীক্ষ প্লাবিত করিয়া কে যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে! ক্রমে ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইল; সঙ্গীত স্পষ্ট শ্রুত হইল; তখন সকলে আকুল প্রাণে শুনিতে লাগিলেন, যেন দেব কণ্ঠে গীত হইতেছে—

"মা-ই সব, মা-ই সব, এই আমাদের মাতৃ-স্তব,
জানিনা আর সাধন ভজন।
মার ইচ্ছাতে জন্মিয়াছি, মার ইচ্ছাতে বেঁচে আছি,
মায়ের ইচ্ছা সবার জীবন।
স্বর্গে যোগী ঋষিগণ, ঈশা মূষা মহাজন,
শ্রীগৌরাঙ্গ আদি করি সবে;
ইচ্ছাময়ী মার গুণে, নিত্য নূতন বিধানে,
ভাসিতেছেন এই ইচ্ছা প্রভাবে।
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, পৃথিবীতে বড় ধর্ম্ম,
স্বর্গে নাই প্রবেশাধিকার।
মায়ের ইচ্ছা পালন, বলেছেন দেব-নন্দন,
সার ধর্ম্ম, অন্য সব অসার।
(আর যে ধর্ম্ম নাই ধর্ম্ম নাই— অনন্ত জীবনের পথে
মায়ের ইচ্ছা পালন বিনা)।"

সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, স্বর্গের বিদ্যাধরীর ন্যায় দুইটী দেবকন্যা যেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের ভুবন-মোহন-রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। সে শোভার বর্ণনা নাই; সকলে স্তম্ভিত-ভাবে সে শোভা দেখিতে লাগিলেন।

প্রথমা কন্যা ভক্তির হস্ত ধরিয়া বলিলেন, সাধকগণ, আর তোমাদের ভয়নাই। যিনি জগৎগুরু—যিনি যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনন্ত উৎস, তিনি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন! আমার নাম উদারতা। সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি তোমাদিগকে বলিবার জন্য, কয়েকটী কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা সাবধানে শ্রবণ কর।

তিনি বলিয়াছেন, "আমার রাজ্যে 'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি, সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।' অতএব তোমরা আর অন্তরে ভেদ-বুদ্ধি রাখিও না। সর্ব্বপ্রকার দলভেদ ও জাতিভেদ পরিত্যাগ কর। জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে নরনারী মাত্রেই ভাই ভগিনী, এই মহামন্ত্র গ্রহণ কর!"

প্রভু আরও বলিয়াছেন, "যেমন আমি এক, আমার ধর্ম্ম এক, তেমনি আমার পরিবারও এক। সমস্ত নরনারী আমারই প্রেম-পরিবারের লোক। অতএব তোমরা এই বিশ্বপ্রেমে এক পরিবার ভুক্ত হও। তোমরা একে অন্যের বিচার করিও না, সে ভার আমার উপর রাখিয়া তোমরা পাপী সাধু নির্ব্বিশেষে আমার সন্তানদিগকে প্রীতি কর; মহাযোগে সকলে সম্মিলিত হইয়া পৃথিবীতে উদার প্রেম-পরিবার স্থাপন কর।

ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না, তোমরা ধর্ম্মদ্বারা রক্ষিত হও।"

"তোমরা মত-রক্ষা বা দল-বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইও না; ইহ-পরলোকবাসী সমস্ত জীবাত্মাকে আমারই দলভুক্ত জানিয়া প্রেম কর। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের সাধু মহাজনদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা কর। সমুদায় শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ কর। ধর্ম্ম বায়ুর ন্যায় নির্ম্মুক্ত, আকাশের ন্যায় বিস্তৃত; উহাকে কখনও কোন সাম্প্রদায়িক কারাগারে আবদ্ধ করিও না।"

উদারতার মুখে ভগবানের এই প্রত্যাদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া সাধকদিগের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইল, সর্ব্ব সংশয় ভঞ্জন হইল! উদার বিশ্ব-প্রেমে প্রাণ পূর্ণ হইল, সাধন ভজনের গরিমা দূর হইল, সরল শিশুভাবে হৃদয় ভরিয়া গেল।

তখন প্রজ্ঞা যাইয়া ভক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, যোগ যাইয়া কর্ম্মের হস্ত ধরিলেন! তখন সাধকগণ আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তের পদভরে হৃদয়-নগর কাঁপিয়া উঠিল, সাধন-কানন টলমল করিতে লাগিল।

তখন সেখানে স্বর্গ অবতীর্ণ হইল, মহাযোগে ইহলোক পরলোক এক হইয়া গেল। তখন যোগ ভক্তি কর্ম্ম ও প্রজ্ঞা মিলিতকণ্ঠে এই মহাসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন—

"চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব-রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি।
বিবিধ বিলাস রস-প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব-তরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ, নূতন নূতন রূপ ধরি।
(হরি হরি হরি বলে)

মহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল, (আশা পূরিল রে—আমার সকল সাধ মিটে গেল) এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু তুলিয়া বল রে মন, হরি হরি।”

তখন দ্বিতীয় দেবকন্যা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “সাধকগণ, আমার নাম মুক্তি; চিরপ্রসন্ন ভগবান্ তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাদের সাধনা সফল হইয়াছে; তোমরা যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছ, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। ভক্তি, তোমার লীলা শেষ হইয়াছে, এখন তোমার সঙ্গীদিগকে লইয়া সেই আনন্দময়ের শান্তি-নিকেতনে গমন কর। তোমরা এই আনন্দের দিনে পৃথিবীর নিকট বলিয়া যাও—

“ও ভাই, শান্তি নিকেতনে যদি করবে গমন, কর সব বিবাদ-ভঞ্জন; ভাইভগ্নীসনে, সরলমনে, কর আগে সম্মিলন।”

“যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, পৃথিবীতে বড় ধর্ম্ম, স্বর্গে নাহি প্রবেশাধিকার; মায়ের ইচ্ছা পালন, বলেছেন দেব-নন্দন, সারধর্ম্ম অন্য সব অসার।”

তখন মুক্তি আসিয়া প্রেম-বাহুদ্বারা সকলকে আলিঙ্গন করিল! সকলে হরি হরি বলিয়া ব্রহ্মের ইচ্ছা বায়ুর হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে অনন্ত চিদাকাশে মিশিয়া গেল! সেই দিন হইতে আর এ পৃথিবীতে তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পাইল না।

তখন হৃদয়-নগরে বড় আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল! সুদূর অন্তরীক্ষ হইতে অতি সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি আসিয়া

হৃদয়-নগরবাসীদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! সকলে প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিল, সাধকগণ মিলিতকণ্ঠে গাইতেছেন,—

(সিন্ধুখাম্বাজ—ঝাঁপতাল।)

"হে হরি সুন্দর করুণাসাগর।
(তুমি সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর!)
ভক্তিসুধারস সঞ্চার, তাপিত তৃষিত মম প্রাণ শীতল কর।
তব প্রেমমুখ-চন্দ্র হেরিলে, আঁখি ভাসে প্রেম-জলে, সব শোক-সন্তাপ হয় দূর।
প্রেম-মূরতি, মধুর জ্যোতি, প্রকাশি নাশ মোহ-আঁধার দুস্তর;
হৃদয় মাঝে, প্রেম-সরোজে, বিহর আনন্দে নিরন্তর।"

এইরূপে জীবাত্মা জীবন্মুক্তি লাভ করিল, ভক্তিলীলা সমাপ্ত হইল, সকলে একবার প্রাণ ভরিয়া হরি হরি বল!

